দৈনিক খবর

তারিখ 25 FEB 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

খাতা খুলে উত্তর লেখা

রাজশাহী ভার্সিটি

খাতা খুলে উত্তর লেখাঃ কোন শাস্তি হলো না

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

প্যাকেট বন্দী পরীক্ষার খাতা খুলে তাতে উত্তর পত্র লিখিয়ে নেয়া হলো এবং এ ঘটনা ফাঁস হয়ে জানাজানি হলো সর্বত্র। পরবর্তীতে এ নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি 'ঘটনা সত্য' বলে রিপোর্টও দিলো। কিন্তু রহস্যজনক কারণে একাডেমিক কাউন্সিল কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটেছে।

৫-এর পাতায় দেখুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সূত্র জানায়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ শওকত আরা ১৯৮৬ সালের দু'জন এম এস সি শেষ বর্ষের পরীক্ষার্থীর খাতা প্যাকেট বন্দী অবস্থা থেকে খুলে তাদের দিয়ে উত্তর পত্র লিখিয়ে নেয় যা অবৈধ। পরবর্তীতে এই ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

এ সম্পর্কিত তদন্ত কমিটি তার রিপোর্টে বলেছে, উভয় পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে উত্তর পত্রের প্রথম পত্রের বিভিন্ন স্থানে নতুন শব্দ এবং বাক্য সংযোগ করা হয়েছে। কোথাও কোথাও ভিন্ন রংয়ের কালীতে ভাষা পরিমার্জন করা হয়। খাতা দু'টিতে লেখার ধরন ও কালীর রং খাতার অন্যান্য স্থানের লেখা থেকে ভিন্ন। এ লেখা মোটেও পরীক্ষার হলের লেখার অনুরূপ নয়। তদন্ত কমিটির রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, উভয় পরীক্ষার্থীই হলের বাইরে খাতায় উত্তরপত্র লিখেছে এবং কাগজের স্বল্পতার কারণে শেষের উত্তরগুলো ঘন ও ছোট ছোট আকারে লেখা হয়েছে। পরীক্ষার হলে লেখা হলে উভয় পরীক্ষার্থীই অতিরিক্ত উত্তর পত্র নিয়ে তাদের স্বাভাবিক লেখা দিয়েই উত্তর দিতে পারতো।

রিপোর্টে বলা হয়, ডঃ শওকত আরার ১৯৮৬ সালের এম এস সি শেষ বর্ষ ১ম পত্রে উত্তর পত্র পরীক্ষা না করার কথাই ছিল। তিনি নিজেও তা ভালভাবে জানতেন। তা সত্ত্বেও তিনি পরীক্ষার উত্তর পত্রের প্যাকেটটি বাড়ী নিয়ে যান ও প্রায় একমাস প্যাকেট নিজের কাছে রেখে খোলা অবস্থায় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরে এনে সীল গালা করে জমা দেন। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, তার এই উদ্দেশ্যে দু'টি হতে পারে। প্রথমতঃ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং দ্বিতীয়তঃ ঐ দু'জন পরীক্ষার্থীকে যে কোন উদ্দেশ্যেই হোক সাহায্য করা। তদন্ত কমিটির উপসংহারে বলা হয় 'এ ধরনের কাজ বিশ্ববিদ্যালয় সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহায়ক নয়।'

সূত্রটি আরও জানিয়েছে, একাডেমিক কাউন্সিলের এক সভায় তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ডঃ শওকত আরার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানানো হয়। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই কাউন্সিলের সভা মুলতবী ঘোষণা করা হয়। এ নিয়ে শিক্ষকদের মাঝে বর্তমানে চরম উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

উদ্ভূত পরিস্থিতির পর একাডেমিক কাউন্সিলের ৩০ জন সদস্য এক যুক্ত বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, তদন্ত কমিটি'র রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে একাডেমিক কাউন্সিলের অনেক সদস্য ডঃ শওকত আরার অপরাধের জন্য তাঁর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী করেন। কিন্তু একাডেমিক কাউন্সিলের কতিপয় প্রভাবশালী সদস্যের বিরোধিতার কারণে এ বিষয়ে কোন রকম সিদ্ধান্ত ছাড়াই সভাটি মুলতবী ঘোষণার প্রতিবাদে অনেক সদস্য ওয়াক আউট করেন। বিবৃতিতে বলা হয়, একাডেমিক কাউন্সিলের মুলতবী সভা শুরু হবার পর ডঃ শওকত আরার পরীক্ষা সংক্রান্ত অপকর্মের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং এক পর্যায়ে ডঃ শওকত আরার অপরাধের জন্য ১৪ বছর পরীক্ষায় যাবতীয় কাজ কর্ম থেকে বিরত রাখার সুপারিশসহ বিষয়টি সিন্ডিকেট সভায় প্রেরণের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু অপর একটি প্রস্তাবে তদন্ত রিপোর্ট গ্রহণ করে কোন রকম শাস্তির সুপারিশ ছাড়াই বিষয়টি সিন্ডিকেটে প্রেরণের কথা বলা হয়। ডঃ শওকত আরাকে শাস্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এটি-একটি অপকৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়, কারণ যে সব শিক্ষক সদস্য এ প্রস্তাব করেছেন, তাঁরা সিন্ডিকেটে এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং ডঃ শওকত আরা তাঁদেরই সমর্থনপুষ্ট।

বিবৃতিতে তীব্র ক্ষোভ ও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয় যে, ইতিপূর্বে ডঃ শওকত আরা রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষা থাকাকালীন হলের তহবিল তসরুপের অভিযোগে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়, কিন্তু উক্ত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট এখন পর্যন্ত ধামা-চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। তা'ছাড়া ডঃ শওকত আরার সহযোগিতায় মনোবিজ্ঞান বিভাগের একজন ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগও সর্বজনবিদিত। বিবৃতিতে অভিযোগ করে বলা হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ছত্রছায়ায় এবং তাঁর দোসরদের সহযোগিতায় ডঃ শওকত আরা একের পর এক দুস্কর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন।

বিবৃতিতে ডঃ শওকত আরা দু'জন পরীক্ষার্থীর খাতা নিয়ে যে ধরনের ঘৃণ্য অপরাধ করেছেন, তার শাস্তি বিধান না করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ও শিক্ষার পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হবে বলে উল্লেখ করা হয়।

বিবৃতিদাতাদের মধ্যে রয়েছেন প্রফেসর আবদুল খালেক, প্রফেসর মোঃ মনোয়ার হোসেন, প্রফেসর সনৎ কুমার সাহা, প্রফেসর হাবিবুর রহমান, প্রফেসর সাইদুর রহমান খান, প্রফেসর খানম মমতাজ আহমেদ, প্রফেসর শাহানারা হোসেন, প্রফেসর আসগর আলী তালুকদার, প্রফেসর আহিম উদ্দিন মন্ডল, প্রফেসর লুৎফর রহমান, প্রফেসর রমেশ চন্দ্র দেবনাথ, প্রফেসর তোফাজ্জল হোসেন তরফদার, প্রফেসর আবুল ফজল হক, প্রফেসর আনিসুর রহমান, প্রফেসর অভিনয় চন্দ্র সাহা, প্রফেসর শমসের আলী, প্রফেসর মুহাম্মদ সাদেক, প্রফেসর আবু সালেহ আবদুল নূর, প্রফেসর জাফর রেজা খান, প্রফেসর মুহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, প্রফেসর মফিজুদ্দিন আহামেদ, বেগম হোসেন আরা, প্রফেসর, গোলাম মুর্শেদ, ওবায়দুর রহমান প্রামাণিক, মোখলেছুর রহমান, এ কে এম আবদুল মজিদ, মোঃ শামসুদ্দিন, প্রফেসর ইকবাল চুবেরী, মোঃ আবদুল বারী, প্রফেসর বদর উদ্দিন।